দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 19 JAN 20...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ২ হাজার ৬৭১টি আসনে ৫০ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় লড়বেন

মদহুল কবীর ।। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অনুষদ ও ২টি ইনস্টিটিউটের মোট ৩৩টি বিভাগে ভর্তি ফরম বিতরণ চলছে। সর্বমোট ২ হাজার ৬৭১টি আসনের জন্য হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন ফরম কিনছে। এবার ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করবে বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ ধারণা করছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি অনুষদ- বিজ্ঞান অনুষদ, কলা অনুষদ, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, বাণিজ্য অনুষদ ও আইন অনুষদ এবং ২টি ইনস্টিটিউট- বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে মোট ৩৩টি বিভাগ রয়েছে। এসব বিভাগে মোট আসনের সংখ্যা ২ হাজার ৬৭১টি। অনুষদ অনুযায়ী বিজ্ঞান অনুষদে ৬৯৮টি, কলা অনুষদে ৮০৫টি, সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ৪৭৫টি, বাণিজ্য অনুষদে ৪৪০টি, আইন অনুষদে ১১৩টি, বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ৬৪টি, সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ৫১টি আসনে ছাত্র ভর্তি করা হবে। বিজ্ঞান অনুষদের প্রতিটি বিভাগের পৃথক পৃথক হিসাব অনুযায়ী পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগে ১১০ জন করে, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ৬০ জন করে, বায়োকেমেস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, ভূগোল ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে ২১ জন করে, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে ৩৭ জন, ফলিত বিদ্যা ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগে ১৫ জন ছাত্র ভর্তি করা হবে।

কলা অনুষদের ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের প্রতিটিতে ১১০ জন করে, সাংবাদিকতা বিভাগে ৩৫ জন, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ১১৫ জন, প্রাচ্যভাষা বিভাগে ৫৩ জন এবং চারুকলা বিভাগে ৪৮ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অর্থনীতি, রাজনীতি বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব বিভাগে ১১০ জন করে, লোকপ্রশাসনে ১০০ জন এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগে ৪১ জনকে ভর্তি করা হবে। বাণিজ্য অনুষদে হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ফাইন্যান্স ও মার্কেটিং বিভাগের প্রতিটিতে ১১০টি আসন রয়েছে।

এসব বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের আসনগুলোতে আবার কোটা পদ্ধতিতেও অনেকে ভর্তি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট ২ হাজার ৬৭১টি আসনের মধ্যে [illegible]টি আসনে কোটা পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি বিভাগেই কোটা পদ্ধতি চালু আছে। বিভিন্ন বিভাগে ৫ থেকে শুরু করে ১৬টি পর্যন্ত আসনে কোটা সিস্টেমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। কোটাসমূহের মধ্যে রয়েছে- উপজাতি কোটা, ওয়ার্ড কোটা, মুক্তিযোদ্ধা কোটা, বিদেশী কোটা, খেলোয়াড় কোটা, অ-উপজাতি কোটা ও প্রতিবন্ধী কোটা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি অনুষদ ও ২টি ইনস্টিটিউটে মোট ৯৫ জন মুক্তিযোদ্ধা কোটায়, ৯২ জন ওয়ার্ড কোটায়, ৬২ জন উপজাতি কোটায়, ৬৯ জন বিদেশী কোটায়, ২৫ জন খেলোয়াড় কোটায়, ১০ জন অ-উপজাতি কোটায় এবং ৪ জন প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তি করা হবে।

মুক্তিযোদ্ধা কোটা, ওয়ার্ড কোটা, উপজাতি কোটা ও বিদেশী কোটায় সব বিভাগেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলেও অন্য তিনটি কোটার প্রতিটি বিভাগেই আলাদা আসন বরাদ্দ নেই। অ-উপজাতি কোটায় প্রতিটি অনুষদে ২ জন করে ভর্তি করা হয়। প্রতিবন্ধী কোটায় কলা অনুষদ ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ২ জন করে ছাত্র ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

ভর্তি ফরম বিক্রি শুরু হয়েছে ১ জানুয়ারী থেকে। ৩০ তারিখ পর্যন্ত ফরম সংগ্রহ ও জমা দেয়া যাবে। অগ্রণী ব্যাংকের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, চকবাজার শাখা, নিউ মার্কেট শাখা ও আগ্রাবাদ শাখা থেকে ফরম সংগ্রহ করা গেলেও স্ব-স্ব অনুষদের অফিসে ফরম জমা দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

গতবছর প্রায় ৪২ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এবার সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ হাজারে পৌঁছতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ ধারণা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেনি। তবে ফেব্রুয়ারীতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

এ বছর 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' নামে নতুন একটি বিভাগ চালু করার কথা ভাবছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, পরীক্ষা শুরুর আগেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।